ইউরোপের শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী ?

'০১'

ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ট্রিপল অ্যালায়েন্স ও ত্রিপল আঁতাত কিভাবে গড়ে উঠেছিল ? এই শক্তি সংগঠন কিভাবে বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে ?

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু এর ঠিক কয়েক বছর আগে ইউরোপীয় রাজনীতিতে শক্তিজোটের বিন্যাস এবং এই দুই জোটের পরস্পর বিরোধীতা ইউরোপীয় রাজনীতিকে উত্তেজনাপূর্ণ করেছিল। 1907 খ্রিঃ ত্রিপল আঁতাতের গঠন ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। ট্রিপল অ্যালায়েন্স ১৮৮২ খ্রিঃ গঠিত হওয়ার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এটির নবীকরণ করা হয়। এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয় জার্মানী, ইতালি, অস্ট্রিয়া এছাড়াও হাঙ্গেরী, রোমানিয়া ও অন্যান্য দেশ পরে অন্তর্ভুক্ত হয়। ত্রিপল আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত হয় ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ড। দুটো জোটই পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ ইউরোপীয় রাজনীতিকে যে উত্তেজনায় নিয়ে গিয়েছিল শেষপর্যন্ত তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

ট্রিপল অ্যালায়েন্স-

ত্রিশক্তি মৈত্রীর প্রধান সংগঠক ছিলেন বিসমার্ক। বিচ্ছিন্ন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার পর দূরদর্শী বিসমার্ক নব্য জার্মানীর সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার নীতি নেন। স্যাডোয়া বা সেডানের যুদ্ধে অস্ট্রিয়া বা ফ্রান্সকে পরাজিত করে প্রাশিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে যে উত্তেজনা তৈরি করেছিল। বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল যে শঙ্কা ও উত্তেজনা প্রশমিত করে শান্তি ও সমঝোতার বাতাবরণ গড়ে তোলা। কিন্তু ফ্রান্স আলসাস-লোরেন হারানোর ব্যাথা ভুলতে পারেনি, এই দুটি অঞ্চল পুনঃরুদ্ধারের চেষ্টা প্রবল ছিল। এই অবস্থায়

বিসমার্ক ইউরোপের প্রধান চার রাষ্ট্র ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইতালির সাথে জার্মানীর সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস নেন। ফ্রান্সকে ইউরোপে মিত্রহীন রেখে ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার পরিকল্পনা নেন।

ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সমর্থন না দেওয়া

ইংল্যান্ডের সাথে জার্মানীর কোনো রাজনৈতিক সংঘাত ছিল না। বিসমার্ক জানতেন যে ইংল্যান্ডের শক্তির উৎস হল তার সুবিশাল নৌবহর, তাই তাকে তুষ্ট রাখতে ঔপনিবেশিক বিস্তার থেকে ~~সরিয়ে রাখেন।~~ জার্মানীকে সরিয়ে রাখেন এবং জার্মানীকে ~~এক~~ এক পরিতৃপ্ত দেশ বলে ঘোষণা করেন। বিসমার্ক 1879, 1887, 1889 খ্রি. ইংল্যান্ডের কাছে মৈত্রীচুক্তির প্রস্তাব পাঠালে ইংল্যান্ড তাতে সাড়া দেয়নি। ইতালি সম্পর্কে বিসমার্কের তেমন মাথা ব্যাথা ছিল না। কারণ সদ্য ঐক্যবদ্ধ ইতালির রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল নগণ্য।

তিন সম্রাটের চুক্তি

সেডানের যুদ্ধকালে রাশিয়ার নিরপেক্ষতা প্রাশিয়ার স্বার্থের সহায়ক হয়েছিল। সেই মৈত্রী দীর্ঘতর করতে উদ্যোগী হয় বিসমার্ক। এই সুযোগে বিসমার্ক অস্ট্রিয়া, জার্মানী, রাশিয়ার মধ্যে তিন সম্রাটের চুক্তি স্বাক্ষর করতে উদ্যোগী হন। এটি কোনো লিখিত চুক্তি ছিল না, তাই স্থায়ী হয়নি। বলকান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সংঘাত এই ~~পরস্পর বিরোধী~~ মৈত্রীতে ফাটল ধরায়। 1878-এ বার্লিন সম্মেলনে বলকান অঞ্চল সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ~~করালেও~~ মধ্যস্থতা করলেও বিসমার্কের ভূমিকা মনঃপুত হয়নি, ফলে রাশিয়া এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ত্রিশক্তি মৈত্রী

এই চুক্তি ভেঙে পড়ার পর বিসমার্ক উপলব্ধি করেন অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাথে একজোট হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে তিনি অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানির সম্পর্ক জোরদার করতে অস্ট্রো ও জার্মান 1879 খ্রি. দ্বিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ~~এই ধরনের আরও একটি চুক্তি স্থায়ীভাবে ফ্রান্সের মিত্রতা থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হন।~~ এটি ছিল গোপন সামরিক চুক্তি। এই চুক্তিতে স্থির হয় রাশিয়া কর্তৃক অস্ট্রিয়া কিংবা ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি আক্রান্ত হলে অন্যপক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে। অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর বিসমার্ক ইতালির দিকে দৃষ্টি দেন। সমকালীন ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ইতালি ছিল দুর্বল, তবুও জোট গঠনে আগ্রহী ছিল। শেষপর্যন্ত 1882 সালের 20 মে যে ইতালি আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান ও অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইতিহাসখ্যাত ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ট্রিপল অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। এটি ছিল পুরোপুরি সামরিক ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি।

ট্রিপল আঁতাত -

বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম রুশ জার্মান মৈত্রীর গুরুত্বকে স্বীকার করেননি। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে রিইনসিওরেন্সের চুক্তি বাতিল করেন। তিনি ফ্রান্সের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেননি। কারণ প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স ও স্বৈরতান্ত্রিক রাশিয়ার মধ্যে কোনো ঐক্যসূত্র ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের ব্যাকুলতা এই সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলেছিল।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী

আসলে ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে কোনো প্রকারে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। ফলে রাশিয়াকে 3% সুদে প্রচুর ঋণ দেন। রাশিয়ার রেলপথ গঠনে ফরাসি ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করেন। ফ্রান্স রাশিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র বিনিয়োগ করে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে চায়।

ফ্রান্সের অতি আগ্রহে 1892 খ্রি. উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করে একটি সামরিক কনভেনশন। এতে তৈরী হয় ত্রিশক্তি মৈত্রীভুক্ত কোনো সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ~~যুক্ত হলে~~ যুদ্ধে লিপ্ত হলে উভয়পক্ষ একত্রে সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়ে তুলবে। জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অন্যকে সাহায্য করবে। ফ্রান্সের পানামা কেলেঙ্কারির জন্য উভয়ের অনুমোদন লাভে বিলম্ব হয়। শেষপর্যন্ত 1894 খ্রি. 4 ঠা জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি অনুমোদিত হলে ফ্রান্স, রাশিয়া মৈত্রী লাভ করে।

এই চুক্তির দ্বারা ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং এই চুক্তিটি ফরাসি কূটনীতির একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠনের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ইংল্যান্ডের সাথে ফ্রান্সের মৈত্রী স্থাপন। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রশ্নে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে। মিশরের স্বার্থ সংঘাত উভয়দেশের মধ্যে যুদ্ধ সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু ফ্রান্স অনুভব করে জার্মানির কাছ থেকে আলসাস ও লোরেন যদি ফিরে পেতে চায় তাহলে সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তাছাড়া এও অনুভব করে ফ্রান্সের প্রকৃত শত্রু ইংল্যান্ড হয় নয়। তাই ইংল্যান্ডের সাথে নিরব বিবাদ মিমাংসার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ছিলেন ফ্রান্সের প্রতি অনুরক্ত এবং জার্মান বিরোধী ফলে উভয় দেশের মধ্যে বরফ গলতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে 1904 সালে 8 ই এপ্রিল ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাত কর্ডিয়াল স্বাক্ষরিত হয়।

ইঙ্গ-রুশ আঁতাত

রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর ব্রিটিশ মৈত্রীলাভের তীব্র ইচ্ছা জাগে। বিজয়ী জাপান ছিল ইংল্যান্ডের মিত্রদেশ। সুতরাং রাশিয়া ইংল্যান্ডের সাহায্যে নিজের শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ডের দিক থেকেও একইভাবে রুশ-মৈত্রীর প্রয়োজন দেখা যায়। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়, 1905-এর রুশ বিপ্লব রাশিয়ার দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। ফলে ইংল্যান্ডের, রুশ ভীতি হ্রাস পায়। ইংল্যান্ড বুঝতে পারে তার বিস্তার নীতির পথে প্রধান বাধা হল জার্মানি, রাশিয়া নয়। এছাড়া জার্মান ভীতি ইংল্যান্ড ও রাশিয়াকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে 1907 সালে স্বাক্ষরিত হয় ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন। এটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে ত্রিপল আঁতাত গঠন সম্পূর্ণ হয়। এটি ছিল ত্রিশক্তি মৈত্রীর প্রত্যুত্তর। এটির ফলে ইউরোপের দুটি পরস্পর বিবদমান শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে মহাযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলে।